ইত্তেফাক

তারিখ ২৯/৩/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশে স্বল্প বোধশক্তির লোকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

পুষ্টিহীনতা ও অন্যান্য সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের শিশুদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ উন্নত দেশের শিশুদের মতই। তথাপি জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ হারে প্রায় ৩০ লক্ষ স্বল্পবোধসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি এদেশে রহিয়াছে। ক্ষীণবোধ শক্তির এই শিশুদের বোধশক্তি সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার সম্ভব না হইলেও তাহাদের অবস্থার অবনতি রোধ করার পদ্ধতি অবশ্যই রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক পঙ্গু বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্বল্পবোধ শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষাদান সমিতি আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গতকাল (রবিবার) বিভিন্ন চিকিৎসক ও সংগঠক এ অভিমত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও নরওয়ের অনুরূপ সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধিও অংশ নেন।

সম্মেলনের কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়, চাচাতো, মামাতো, খালাতো ভাইবোনের মধ্যে কিংবা নিকট-আত্মীয় ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ পরিহার করা উচিত। কারণ, এক্ষেত্রে স্বল্পবোধসম্পন্ন শিশু জন্মের হার বেশী। স্বামী বা স্ত্রীর বংশে জেনেটিক বা জন্মগত ত্রুটি নিয়া কেহ জন্মাইয়া থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাসে ঔষধ সেবন কমান। গর্ভধারণের আগেই মাকে বসন্ত, হুপিং কাশের টিকা দিন, গর্ভস্থ ভ্রূণের আলট্রাসোনিক পরীক্ষা, গর্ভাবস্থায়

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

লোকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ

(১ম পৃঃ পর)

তলপেটে চাপ এড়ান, দীর্ঘক্ষণের জন্য হাইহিল পরিবেন না; পঞ্চম মাস হইতে কঠোর পরিশ্রম কমান, তামাক বা মাদক সেবন বন্ধ করুন। ৩৫ বৎসরের পরে নারীদের সন্তান ধারণ বাঞ্ছনীয় নয়। সন্তান প্রসবকালে প্রসব বেদনার দীর্ঘস্থায়িত্ব সন্তানকে স্বল্পবোধ করিতে পারে। শিশুর দেহের তাপ কখনোই ১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী উঠিতে দিবেন না, বাল্য বয়সে মাথায় আঘাত যেন না পায়, শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য প্রদানের পরিবর্তে মাতৃদুগ্ধ ও প্রচুর শাকসবজি খাওয়ান, শিশুকে মাটি, কাঠ, বাজে কাগজ খাইতে দিবেন না।

বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মহিবুল হাসান অনুরূপ অন্যান্য সংগঠনকে স্বল্পবোধশক্তির ব্যক্তিদের পরিচর্যার প্রকল্প লইয়া আগাইয়া আসিতে আহ্বান জানান এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকারী সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি এধরনের ব্যক্তিদের বৃত্তিশিক্ষা ও পুনর্বাসনের উপর জোর দেন। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট সমিতি সরকারের নিকট হইতে ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাইয়াছে এবং নরওয়ের সংগঠন এই সমিতিকে বিভিন্ন প্রকার সহায়তার আশ্বাস দিয়াছে। সমিতি বিভিন্ন স্কুলে স্বল্পবোধ শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-কোর্সের আয়োজন করিয়াছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একটি শুভেচ্ছা বার্তাও সম্মেলনে পাঠ করিয়া শোনানো হয়। নরওয়ের স্বল্পবোধ সহায়ক সংগঠনের নেতা মিঃ সিগুর্ড গোহী বলেন, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে বিশ্বের সকল দেশেরই সমস্যা আছে। তিনি বাংলাদেশের স্বল্পবোধদের সহায়তা দানের আশ্বাস দেন।

জনাব এ, এম, এ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভানেত্রী ডঃ সুলতানা সরওয়াতার জামান, সহসভাপতি মিঃ ডি,পি বড়ুয়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রফেসর এম,এ হালিম এবং সমিতির সম্পাদিকা মিসেস জোহরা রহমান বক্তৃতা করেন।